Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-07-27
Published: 2024-10-17

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.276

The Spread of Transgender Ideology in Bangladesh : A Critique from Islamic Perspective

Jahirul Islam*

Abstract

Transgender issue has become a hotly debated topic recently. This is a topic related to the gender identity issues. Transgender refers to the condition in which some people with mental disorders identify their identity and gender as different from their biological sex. The inner feelings and sexual orientation of this group stand opposite to the apparent gender. This is due to dissatisfaction, disharmony and mental disorders in their body and mind. It is very difficult to accept their existence, because most of the people of Bangladesh consider this phenomenon as a deviation and it is in conflict with the prevailing moral and religious values of the society. The Qur'an and Sunnah has addressed this issue explicitly. Scrupulously considering the acute sensitivity of the doctrine this article aims to generate awareness among the Bengali-speaking Muslim community. The author has employed descriptive and analytical methods in this study. This article has demonstrated that a section of Muslim-majority Bangladesh is trying to legalize the transgender issue, despite the fact that this practice is strictly prohibited in Islamic Sharia. In such a situation, this study urges that it is the responsibility of people of all walks of life to curb this faith-destroying sedition and work unitedly to prevent its spread.

Keywords: transgender, hijra, gender identity, mental illness, religious values.

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিস্তার : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

সম্প্রতি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু বহুল চর্চিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটি লিঙ্গ পরিচয়জনিত সমস্যার সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। ট্রান্সজেন্ডার সেই অবস্থাকে বোঝায়, যা কিছু মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক তাদের পরিচয় ও লিঙ্গকে জৈবিক লিঙ্গ থেকে ভিন্ন দাবী করে। এই গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং যৌন অভিযোজন আপাত লিঙ্গের বিপরীত। এর কারণ হলো, তাদের শরীর ও মনের মধ্যে অসন্তোষ, অসঙ্গতি ও মানসিক ব্যাধির উপাদান বিদ্যমান। তাদের দাবী মেনে নেওয়া খুব কঠিন, কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাদের দাবীকে বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটি সমাজের বিদ্যমান নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহতে উল্লেখ হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ার কারণে বাংলাভাষী মুসলিম সমাজকে এ মতবাদ সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। এ গবেষণায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়ত এই কাজটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে একটি মহল ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটিকে আইনানুগ বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব, ঈমান বিধ্বংসী এই ফেতনার লাগাম টেনে ধরা এবং এর প্রসার রোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা।

মূলশব্দ : ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া, লিঙ্গ পরিচয়, মানসিক অসুস্থতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ।

* Jahirul Islam is a Senior lecturer, Department of Islamic History & Culture, Cantonment College, Cumilla Cantonment. Email: jahirulchandpur@gmail.com

ভূমিকা

নারী ও পুরুষ অখণ্ড মানব সত্তা এবং সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। শারীরিক শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিবেচনায় নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধিতে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি ধর্মচর্চা তথা ইসলামী শরীয়ত পরিপালনের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্য বিবেচ্য বিষয়। একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তার লিঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন পড়ে। যেমন খৎনা, বিবাহ, সাক্ষ্য, উত্তরাধিকার, পর্দা, পোশাক, ইমামতি, হজ্জ, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, অপরাধের শাস্তি, কারাবরণ, মৃত্যুর পর গোসল ও জানাযাসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের জন্য তার লিঙ্গ পরিচয় জানা আবশ্যক। কারণ, এ সকল বিষয়ে পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হলো, আবহমান কাল ধরে চলে আসা নারী-পুরুষের এ লৈঙ্গিক পার্থক্যকে অস্বীকার করে 'ট্রান্সজেন্ডারবাদ' নামে নতুন এক মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে, যা মূলত জেন্ডার বিষয়ক পাশ্চাত্যের একটি ধারণা এবং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইডিওলজিক্যাল ইস্যু। নারী-পুরুষ নির্ধারণের এ নতুন ধারণা তথা শারীরিক লিঙ্গ চিহ্নের বাইরে মানসিক বোধকে লিঙ্গ পরিচয়ের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো ইসলামসহ সকল আসমানী শরীয়তের বিরোধী। আলোচ্য প্রবন্ধে ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয়, কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা এবং বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারের কারণ ও এর অনুঘটকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তনের এ প্রবণতা রুখতে পারিবারিক সচেতনতা ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনের প্রতি জোর দেওয়া আবশ্যক। সকল লোভ-লালসা ও কুপ্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধর্মীয় মূল্যবোধ লালনই জাতিকে ট্রান্সজেন্ডারের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সাহিত্য পর্যালোচনা

'ট্রান্সজেন্ডার' ধারণা পশ্চিমা বিশ্বে বহু আগে থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ মতাদর্শের মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, লিবারেলিজম বা উদারনীতিবাদ ও মানবাধিকারের ধারণাসহ আরো অনেক কিছুতে। মূলত সেক্স (লিঙ্গ)-কে জেন্ডার নামক শব্দে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। প্রাচীনকালের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার প্রোথিত বিশ্বাস ছিল–পুরুষেরা যেহেতু শারীরিকভাবে শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও সহিষ্ণু, তাই তারা কায়িক শ্রম বা ভূমিকার জন্য বেশি উপযুক্ত। অন্যদিকে মেয়েরা ঘরে কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত, কেননা তারা শারীরিকভাবে দুর্বল এবং সেবা মনোবৃত্তি (caring nature) পোষণ করে, যা সন্তান পালনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই আইনি অধিকার এবং সামাজিক প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সভ্যতার শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছিল; কিন্তু নারীবাদী ভাবধারার চিন্তক ও গবেষকরা নারী-পুরুষ সমানাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লিঙ্গ পরিচয়কেই প্রশ্ন করা শুরু করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সিমোন ডি বোভোয়ার (Simone De Beauvoir) দ্বারা বিকশিত হয়েছিল, যিনি তার বিখ্যাত 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯) গ্রন্থে এ প্রস্তাব করেন যে, One is not born, but rather becomes, a woman.'একজন নারী নারী হিসেবে জন্ম নেয়না, বরং সমাজ তাকে নারী হিসেবে গড়ে তোলে' (De Beauvoir 1956, 273)। তখনও 'জেন্ডার' শব্দটি সেক্সের প্রতিশব্দ হিসেবে আবির্ভূত হয়নি।

১৯৫৫ সালে নারীবাদী চিন্তকদের এই ধারণাকে (যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ) 'জেন্ডার' নামক শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ থেকে আলাদা করেন জন্স হপসকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড. জন উইলিয়াম মানি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৯৫৫ সালে তার এক লেখায় 'জেন্ডার' শব্দকে 'সেক্স' থেকে আলাদা করে ব্যবহার করেন। লেখাটি জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির বুলেটিন, জুন ১৯৫৫ সংখ্যায় ছাপা হয় (J 1955, 253-64)। এর দ্বারা তিনি জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের পরিবর্তে আচরণগত পার্থক্যকে লিঙ্গ পরিচয়ের মানদণ্ড বানিয়েছেন। তিনি এ মত সামনে আনেন যে, আমরা যে লিঙ্গ পরিচয় নিয়েই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেটা পুরুষ না নারী, তা নির্ধারণ করে না। তিনি 'ইন্টারসেক্স' (হিজড়া) শিশুদের ওপর গবেষণা করে 'জেন্ডার ফ্লুয়িড' (Gender fluid) বা জেন্ডার নিউট্রাল নিজস্ব মতবাদের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, একটি শিশুকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পুরুষ বা মহিলা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে জন্মগত সেক্স তেমন মুখ্য বিষয় নয়। তিনি প্রস্তাব করেন, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কোনো ছেলে শিশুর লিঙ্গ পরিবর্তন (sex reassignment surgery) করে তাকে মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব এবং সে নতুন জেন্ডার পরিচয়ে সফলভাবে জীবন কাটাতে পারবে। প্রফেসর মানি এটিকে কেবল একটি থিওরি বা তত্ত্ব হিসেবে প্রস্তাব করে থেমে থাকেননি, বরং তিনি এটি নিয়ে কানাডিয়ান এক জোড়া যমজ শিশুর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। কিন্তু তার

এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়নি, দুজনই মারা গিয়েছিল। বর্তমানে প্রচলিত মেডিকেল এথিক্স না মেনে অনৈতিকভাবে তিনি এ এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন বলে তা আজও বিজ্ঞানের একটি কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। আর এই অনৈতিক এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে গেছে আজকের ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ (Hossain 2023, 50)।

মূলত ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটি, নন-বাইনারি, জেন্ডার ডিসফোরিয়া, জেন্ডার কুইয়ার, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন শব্দগুলো ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– জন্মগত লিঙ্গ-পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছেমতো জেন্ডার-পরিচয়কে প্রমোট করা। এই পরিবর্তন ঘটেছে প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে, যখন লিঙ্গ (সেক্স) পরিচয়কে জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Indentity) নামে আলাদা করা হয়। পরবর্তীতে বায়োলজিক্যাল সেক্স তথা জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়কে সাইকোলজিক্যাল সেক্স তথা মস্তিষ্কভিত্তিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত করা হয়। সাইকোলজির দোহাই দিয়ে তারা নিজেদেরকে নির্যাতিত (ভিকটিম) বলে দাবি করে এবং একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিজস্ব কমিউনিটির বাইরে ক্রমাগত বৈধতা লাভ করতে শুরু করে, যা এখনও অব্যাহত আছে। তবে বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার রাইটস সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে) বিবৃতি এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এলজিবিটি বা ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিকীকরণে বিশ্বের সিংহভাগ মানুষের (৯৯%) সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করাই হচ্ছে এই মুভমেন্টের মূল টার্গেট। এ লক্ষ্য পূরণে হোমোসেক্সুয়ালিটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শ বিশ্বপলিসি ও রীতিনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি গ্লোবাল রাজনৈতিক মুভমেন্টে পরিণত হয়।

'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি ১৯৭০ সালে ভার্জিনিয়া প্রিন্স নামক একজন আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার কর্মী দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। তিনি সেই ব্যক্তিদের ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন, যারা ট্রান্সভ্যাসাইটের সীমার মধ্যে পড়ে[১] এবং ট্রান্সসেক্সুয়াল[২] (Witten et al., 2003)। ৮০-এর দশকে এসে এইডস মহামারির কারণে ট্রান্সজেন্ডার, গে, লেসবিয়ান, হোমোসেক্সুয়াল শব্দগুলো সামাজিকভাবে ভীষণ নেতিবাচক হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এলজিবিটি আন্দোলনের পুনর্জাগরণে এই শব্দগুলোর ভোল পাল্টে অন্য নামে আবির্ভূত হতে থাকে। যেমন: 'গে রাইটস মুভমেন্ট' থেকে 'কুইয়ার ন্যাশন' নাম ধারণ করেছে।

কিন্তু ১৯৯২ সালে লেসলি ফেইনবার্গ কর্তৃক 'Transgender Liberation: A Movement whose Time Has Come' শিরোনামের একটি প্রভাবশালী পুস্তিকা প্রকাশের পর ট্রান্সজেন্ডার-এর বিদ্যমান অর্থের প্রচলন ঘটে (Stryker & Whittle, 2013)। ফেইনবার্গ-এর দেওয়া অর্থ আগেরটির চেয়ে আলাদা অর্থ ছিল। তিনি

১. যারা মাঝে মাঝে বিপরীত লিঙ্গের সাজসজ্জা বা পোশাকে নিজেকে পরিবর্তন করে
২. যারা সম্পূর্ণরূপে জন্মগত যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করে

আহ্বান করেছিলেন যে, নন-বাইনারী লিঙ্গ পরিচয়ধারী সামাজিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সমিতি গঠন করার মাধ্যমে তাদের মানবাধিকার নিয়ে একসাথে কাজ করা উচিত (Ibid)। এইভাবে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি নব্বইয়ের দশকে এসে বিচ্ছিন্নভাবে লিঙ্গ অসঙ্গতি নির্দেশিত সমমনা জেন্ডার গ্রুপগুলোকে একত্রিত করে একটি ছাতার নিচে সমবেত হয়, যারা লিঙ্গের ঐতিহ্যগত-সাংস্কৃতিক সংজ্ঞার বাইরে যায়। তন্মধ্যে রয়েছে 'ট্রান্সসেক্সুয়াল', 'ক্রস-ড্রেস', 'নন-বাইনারী' এবং 'ট্রান্সজেন্ডার' (Witten et al., 2003)। বর্তমানে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার এজেন্ডার প্রভৃতি গ্রুপগুলো এলজিবিটিকিউ নামে রাজনৈতিক শক্তি বা মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি ট্রান্সজেন্ডারিজম নামেও পরিচিতি পেয়েছে। LGBTQ আন্দোলন মূলত পাঁচটি শব্দের আদ্যাক্ষর Lesbian (সমকামী নারী), Gay (সমকামী পুরুষ), Bisexual (উভয়কামী), Transgender (রূপান্তরিত লিঙ্গ), Queer (বিচিত্র লিঙ্গ আকর্ষণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন। তবে এ নিয়ে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

একদল গবেষক হিজড়া ও ট্রান্সদেরকে এক ও অভিন্ন হিসেবে চিত্রিত করে তাদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্য ও চ্যালেঞ্জ এবং তাদের কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন: ড. লুবনা জেবিন-এর 'Status Of Transgender People In Bangladesh: A Socio-Economic Analysis' (Jebin 2018, 49-63) শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ড. জান্নাতুল মাওয়ার 'Understanding Transgender People (Hijra) Identification and Empowerment Status in Bangladesh' (Mawa 2022, 1236-1245) শীর্ষক প্রবন্ধ অন্যতম।

অন্যদিকে একদল গবেষক ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে প্রচলিত বয়ানের বাইরে গিয়ে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ তথা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করেছেন। মালয়শিয়ার মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন পিএইচডি গবেষক 'Gender Change Of Transsexuals In Shariah: An Analysis'(Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali, 2018, 139-156) শীর্ষক প্রবন্ধে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করে তাদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সচেতন করেছেন। পাশাপাশি অপারেশনের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী স্কলারদের মতামত তুলে ধরেছেন। ট্রান্সজেন্ডারের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের বিষয়টিও এ নিবন্ধে স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার *State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta*-এর গবেষক মুহাম্মদ বাহরুল আফীফ ISLAM AND TRANSGENDER (A Study Of Hadith About Transgender)' (Afif 2019, 185-198) শীর্ষক প্রবন্ধে ট্রান্সজেন্ডারের স্বরূপ বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ সম্পর্কিত

হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে নারী-পুরুষ একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়ান সমাজে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলেছেন।

ফারহান বিন হাসমাদি ও মুস্তফা বিন মুহাম্মাদ জিবরি শামসুদ্দিন নামক দুজন গবেষক حكم تحويل الجنس: دراسة تقويمية في ضوء مقاصد الشريعة- শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন (Ibn Hasmādī & Shams al-Dīn 2018, 50-58)। এতে তাঁরা ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা ও ইসলামী আইনশাস্ত্রে তার হুকুম এবং এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মতামত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আমেরিকান কলামিস্ট ম্যাট ওয়ালশ-এর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও বই হলো 'What is a woman?', যা ১ জুন, ২০২২-এ *দ্য ডেইলি ওয়্যার* দ্বারা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল আমাজনে বেস্ট সেলার বই। ম্যাট ওয়ালশ তাঁর বইয়ে ধাপে ধাপে আলোচনা করেছেন কীভাবে জেন্ডার থিওরির উদ্ভব ঘটলো, কীভাবে তা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কীভাবে রাষ্ট্র জুলুমের মাধ্যমে কেবল কিছু টাকার জন্য বাবা-মা থেকে সন্তানকে কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে বাচ্চাদেরকে ব্রেইনওয়াশ করে নিজেদের শরীর নষ্ট করানো হচ্ছে, কীভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে, কারা এসবের কারণে কষ্ট স্বীকার করছে ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় এ ব্যাপারে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আসিফ আদনান তাঁর *'অবক্ষয়কাল'* গ্রন্থে 'ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ' সম্পর্কিত একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যাতে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও সংশয় নিরসন, বাংলাদেশে কীভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদ বিস্তৃত হচ্ছে, এটি মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে (Adnan 2024, 1-52)।

গবেষক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন তাঁর *'সন্তান প্রতিপালনে এ যুগের চ্যালেঞ্জ'* বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি ইস্যু যে বর্তমানে এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে এলজিবিটি পলিসি গ্রহণে স্থানীয় তৎপরতা ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা তিনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন (Hossain 2023, 36-59)।

উপর্যুক্ত সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ট্রান্সজেন্ডার এবং এলজিবিটি সম্পর্কে দেশীয়-আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্ত ও তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক মতবাদ হিসেবে ইসলামের মূলনীতির আলোকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ স্পষ্টীকরণের জন্য আরও গবেষণা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এমনকি বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা, এর পেছনের কারণসমূহ উদঘাটন এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে গবেষণার দাবি রাখে। এহেন উপলব্ধি থেকেই এ গবেষণা প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী

শরীয়তের আলোকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। প্রাথমিক ও সহায়ক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত এই গবেষণাকর্মটি প্রকৃতিগতভাবে বর্ণনামূলক। এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দেয়া লিঙ্গকে পরিবর্তন করার এখতিয়ার ইসলাম অনুমোদিত নয়।

ট্রান্সজেন্ডার- এর পরিচয়

ইংরেজি 'ট্রান্সজেন্ডার' (Transgender) হলো ব্যক্তিবাচক শব্দ যার অর্থ : যিনি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করেন। ইংরেজি অভিধানে Transgender শব্দের অর্থ করা হয়েছে:

> relating to, or being a person whose gender identity differs from the sex the person was identified as having at birth.
> একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, অথবা একজন ব্যক্তি যার লিঙ্গ পরিচয় তার জন্মগত লিঙ্গ থেকে আলাদা ('Transgender', ND)।

সহজে বলা যেতে পারে, এটা এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার ব্যক্তিগত পরিচয়ের অনুভূতি তাদের জন্মগত লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পারিভাষিক অর্থে, অস্ত্রোপচার ও হরমোন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এক লিঙ্গ হতে আরেক লিঙ্গে রূপান্তর হওয়া অথবা মানসিকভাবে নিজেকে অন্য লিঙ্গের মানুষ হিসেবে মনে করা। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে গবেষণা করা দুজন বিশেষজ্ঞ ট্রান্সজেন্ডারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে,

> Transgender are those who permanently changed their social gender through the public presentation of self without recourse of genital transformation.
> ট্রান্সজেন্ডার হলো তারা, যারা যৌনাঙ্গের রূপান্তর ছাড়াই জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করে (Stryker & Whittle 2013)।

অর্থাৎ, নিজের পুরুষ আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে নারী আইডেন্টিটি গ্রহণ করা অথবা নারী আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে পুরুষ আইডেন্টিটি গ্রহণ করার নাম ট্রান্সজেন্ডারবাদ।

ট্রান্সজেন্ডার বিশেষজ্ঞ জিনি বেমিন বলেন,

> They describe the term transgender as 'all individuals whose gender histories cannot be described as simply male or female, even if they now identify and express themselves as strictly female or male
> তারা ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে এমন সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্ণনা করেন, যাদের লিঙ্গ ইতিহাসকে কেবল পুরুষ বা মহিলা হিসাবে বর্ণনা করা যায় না। এমনকি তারা যদি কঠোরভাবে নিজেদেরকে নারী বা পুরুষ হিসাবে সনাক্ত এবং প্রকাশ করে (Beemyn & Rankin 2011, 6)।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাওয়াজ সালেহ বলেন,

> تحول الذكر إلى أنثى أو تحول الأنثى إلى ذكر من خلال التدخل الطبي، و يستخدم الفقه العربي تعبيرات مختلفة للدلالة على ذلك، فمنهم من يستخدم عبارة تغيير الجنس
> লিঙ্গ রূপান্তর বলতে বোঝায় চিকিৎসার মাধ্যমে একজন পুরুষের নারীতে রূপান্তর বা নারীর পুরুষে রূপান্তর হওয়া। আরব আইনশাস্ত্র এটি নির্দেশ করার জন্য বিভিন্ন অভিব্যক্তি ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো تغيير الجنس বা লিঙ্গ পরিবর্তন (Ṣāliḥ 2003, 49)।

লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধ্যাপক ড. হানিয়া মুহাম্মাদ আলী বলেন:

> و يعرف تغيير الجنس بأنه تحويل جنس الشخص من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر و ذلك عن طريق المعالجات الهرمونية أو المداخلات الجراحية التي تهدف إلى إنماء الأعضاء الجنسية أو إلغائها.
> কোনো ব্যক্তির হরমোনের চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী অথবা নারী থেকে পুরুষ হওয়ার লক্ষ্যে যৌন অঙ্গ বাড়ানো বা অপসারণ করাকে تغيير الجنس বলা হয় ('Alī, 2016, N.P.)।

এম আলীপুর বলেন,

> The term transgender describes both women and men who feel that they are trapped in the wrong bodies and may decide to change their bodies through sex-reassignment surgeries.
> ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি নারী এবং পুরুষ উভয়কেই বর্ণনা করে যারা মনে করে যে, তারা ভুল দেহে আটকা পড়েছে এবং তারা যৌন-পুনর্নির্ধারণ সার্জারির মাধ্যমে তাদের দেহ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে (Alipour 2017, 167)।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ট্রান্সজেন্ডার লিঙ্গ পরিচয়জনিত একটি আধুনিক মতবাদ, যা লিঙ্গকে তাদের জন্মগত লিঙ্গ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ মানুষের জন্মগত জেন্ডার (পুরুষ অথবা নারী) পরিচয়কে বাদ দিয়ে একজন পুরুষের নারীতে বা নারীর পুরুষে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়া-ই 'ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ' (Transgenderism) হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা 'লিঙ্গ পরিচয়' মতবাদ হিসেবেও অভিহিত করে থাকে। কিছু লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ, ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা ট্রান্সজেন্ডারবাদকে ব্যাখ্যা করার জন্য বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ, জেন্ডার এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ– এ চারটি ধারণাকে ব্যবহার করে থাকে।

এর মাধ্যমে তারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী হবে সেটির সাথে তার দেহের কোনো সম্পর্ক নেই। দেহ নয়; মানুষের মন-ই তার পরিচয় নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। এর সাথে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই।

বাংলাদেশের ট্রান্সদের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত মুখ হো চিন মিন ইসলাম। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার প্রধানের সাথে দেখা করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠায় আইন তৈরির দাবিও জানিয়ে এসেছেন। ট্রান্সজেন্ডারবাদ আসলে কী– তা বেশ খোলামেলাভাবে আলোচনা করেছেন এই অ্যাক্টিভিস্ট। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবরে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত 'অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই' শিরোনামের প্রতিবেদনে হো চি মিন ইসলাম বলেন,

> *"আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী। নিজের আইডেন্টিটি বা পরিচিতির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্যও অস্ত্রোপচার করাটা জরুরি ছিল"* (Prothom Alo, Oct. 07, 2023)।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় 'বাবার দ্বিতীয় বিয়ের কারণ ছিলাম আমি' শিরোনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে:

> *"রামিসা নিজেকে পরিচয় দেন ট্রান্সওমেন বা রূপান্তরিত নারী হিসেবে। তবে তিনি শারীরিকভাবে একজন পুরুষ। তিনি অস্ত্রোপচার করাননি। তিনি নিজের শারীরিক গঠনের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পান না।... রামিসা বলেন, 'মা ছোটবেলায় বোঝাতেন,আমি ছেলে হয়েও কেন মেয়েদের মতো চলাফেরা করি। একটু একটু করে বুঝতে শুরু করি, আমি অন্য আট-দশজন মানুষের থেকে আলাদা। আমার শরীর পুরুষের হলেও সত্ত্বায় আমি একজন নারী"* (Prothom Alo, Feb. 09, 2024)।

The Bussiness Standard নামক অনলাইন পোর্টালে ১লা মার্চ ২০২২ তারিখে 'বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার কবি শোভার জীবনের হার না মানার গল্প' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে 'শুভ থেকে শোভা হয়ে ওঠা' শীর্ষক উপ-শিরোনামে বলা হয়েছে:

> *"খুলনার খালিশপুরের বাসিন্দা শুভ। শুভ যখন শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিতে থাকে তখনই তার জীবনে অশুভ ছায়া পড়তে শুরু করে। ... শুভ ধীরে ধীরে নিজের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করতে থাকেন এবং উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তিনি ছেলে হয়ে জন্মালেও তার ভেতরের সত্ত্বাটা আসলে একজন নারীর। তিনি বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার কবি ও লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন"* (The Bussiness Standard, Mar. 01, 2022)।

২০২৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় "নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর কথা বলা হয়েছে, যিনি শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছেন। আগের নাম পরিবর্তন

করে নতুন নাম নিয়েছেন জিবরান সওদাগর। প্রতিবেদনে বলা হয়, জিবরান বলেন:

> *"আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগতো না। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেতো না"* (Prothom Alo, Sep. 19, 2023)।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জিবরান ২০২১ সালে ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা এবং পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা। চাকরির কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই আছেন (Ibid)। এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন। এখন তিনি চাচ্ছেন আইন ও সমাজ যেনো তাকে পুরুষ হিসেবেই মেনে নেয় ।

লিঙ্গ বিভাজন প্রসঙ্গে আল-কুরআন

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু পুরুষ ও নারী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন :

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ﴾

আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন– পুরুষ ও নারী (al-Qur'ān, 53:45)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহ. (মৃ: ৩৭০ হি.) বলেন,

الذكر والأنثى اسم للجنس استوعب الجميع وهذا يدل على أنه لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى وأن الخنثى وإن اشتبه علينا أمره لا يخلو من أحدهما وقد قال محمد بن الحسن إن الخنثى المشكل إنما يكون ما دام صغيرا فإذا بلغ فلا بد من أن تظهر فيه علامة ذكر أو أنثى وهذه الآية تدل على صحة قوله

الذكر (পুরুষ) ও الأنثى (নারী) শব্দদ্বয় যেহেতু শ্রেণিবাচক বিশেষ্য, তাই আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি উক্ত শ্রেণির সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ হয়তো পুরুষ হবে, নয়তো নারী হবে। আর 'খুনসা' বা হিজড়ার লিঙ্গ পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকলেও তারা পুরুষ বা নারীরই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন: লিঙ্গ পরিচয়ে অস্পষ্টতা থাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। একটি হিজড়া শিশু সাবালক হওয়ার পর অবশ্যই তার মধ্যে পুরুষ বা নারীর লক্ষণ প্রকাশ পাবে। আর উপরোক্ত আয়াত তার বক্তব্যকে সমর্থন করে (al-Jaṣṣāṣ 1405H, 5:298)।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (মৃ. ৬০৬ হি.) রহ. বলেন,

القسم بالذكر والأنثى يتناول القسم بجميع ذوي الأرواح الذين هم أشرف

المخلوقات، لأن كل حيوان فهو إما ذكر أو أنثى والخنثى فهو في نفسه لا بد وأن يكون إما ذكرا أو أنثى،

কুরআনে বর্ণিত পুরুষ ও নারীর শ্রেণিবিভাজন দ্বারা পুরো মানবজাতি তথা আশরাফুল মাখলুকাতের শ্রেণিবিভক্তিকে বোঝায়; কারণ সকল প্রাণীই হয় পুংলিঙ্গ, না হয় স্ত্রীলিঙ্গ। আর 'হিজড়া' ব্যক্তি অবশ্যই পুরুষ কিংবা নারী। (al-Rāzī 2000, 31:180)।

সুতরাং মানুষের জন্য পুরুষ ও নারী ব্যতীত অন্য কোনো লিঙ্গ বা সম্প্রদায়ের ধারণা কুরআন পরিপন্থি।

বর্তমান সময়ে ট্রান্সজেন্ডার নামে আলোচিত-সমালোচিত যে ইস্যুটি, সেটি মূলত নারী ও পুরুষ শ্রেণির বহির্ভূত একটি আধুনিক মতবাদ হওয়ায় কুরআনে এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণে আল্লাহ প্রদত্ত শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি সাধন করাকে শয়তানী প্রতারণা বলে কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

﴿لَاٰمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ يَّتَّخِذِ الشَّيۡطٰنَ وَلِيًّا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانًا مُّبِيۡنًا﴾

আমি (শয়তান) অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দিবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হলো (al-Qur'ān, 04:120) ।

এই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে, শয়তানকে কেউ সরাসরি আল্লাহর মর্যাদায় অভিষিক্ত না করলেও নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দেয়। ফলে শয়তান তাকে যেদিকে চালায় সে অন্ধভাবে সেদিকেই চলে।

আল্লাহর দেওয়া শারীরিক গঠন ও অবয়বকে মেনে না নিয়ে স্বেচ্ছায় তাকে রদবদল ও পরিবর্তন সাধন করাও আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন ও পরিবর্তন করার শামিল, যা নাজায়েজ ও হারাম কাজ। কারণ মহান আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে (al-Qur'ān, 95:04)।

এ সুন্দর অবয়ব আল্লাহ প্রদত্ত আমানত ও নিয়ামত। আমানতের হিফাযত ও নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। তা না করে এ স্বাভাবিক অবয়বে কৃত্রিম উপায়ে বিকৃতি সাধন করা চরম ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহর দেওয়া এতো সুন্দর দেহের বিকৃতি ঘটানোর অর্থ হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে তামাশা করা, যা প্রকারান্তরে বিদ্রোহের শামিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে কিছু মহিলার এমন আকাঙ্ক্ষা বা মনোবাসনা জেগেছিল যে, তারা যদি পুরুষ হতেন তাহলে তো জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমন মনোবাসনা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَ لَا تَتَمَنَّوۡا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ وَ سۡئَلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا﴾

তোমরা তা কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। পুরুষেরা তাদের কৃতকর্মের অংশ পাবে, নারীরাও তাদের কৃতকর্মের অংশ পাবে। বরং তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ (al-Qur'ān, 4:32)।

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, নারী-পুরুষ দুটি আলাদা সত্তা। উভয়ের মধ্যে কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা এবং শক্তিমত্তার যে ব্যবধান, তা আল্লাহর এমন অটল ফয়সালা, যা কেবল কামনা করলেই পরিবর্তন হয়ে যায় না বা চাইলেই পাল্টানো যায় না।

সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের কী 'মনে হয়' সেটা ধর্তব্য বিষয় নয়; বরং মহান আল্লাহ যে শুধু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তা বিবেচ্য বিষয়। ইসলামি শরীয়তে জন্মগত লিঙ্গ আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। মহান আল্লাহ নিজ জ্ঞানে যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ, আর যাকে নারী দেহ দিয়েছেন সে নারী। এতে যদি কেউ মনে করে যে, সে ভুল দেহে আটকা পড়েছে তাহলে সে হয় মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করল (যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফুরী) আর না হয় ধরে নিতে হবে যে, তার মানসিক সমস্যা রয়েছে। মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে তার মনোরোগ সারাতে হবে। মনের চিকিৎসা না করে শরীরকে বদলানো নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি।

হাদীসে ট্রান্সদের আচার-আচরণ প্রসঙ্গ

যাদের শারীরিক কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও আচার-আচরণে বিপরীত লিঙ্গের মতো অথবা যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে এবং তাকে অনুকরণ করে, ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করে- তাদের ওপর আল্লাহর লা'নতের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীস হলো:

এক. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ تَعَالَى ...

মানুষের শরীরে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও চিত্র অঙ্কন প্রার্থিনী মহিলা, কপালে ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটন প্রার্থিনী এবং সৌন্দর্য্য সুষমা বাড়ানোর জন্যে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক সুষমা তৈরিকারিণী এবং যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করে- এদের আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন... (al-Bukhārī 1422H, 5931)।

দুই. আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত। তিনি রা. বলেন,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال

আল্লাহর রাসূল ঐ সমস্ত পুরুষের উপরে লানত করেছেন যারা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ঐ সমস্ত নারীর উপরে লা'নত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে (Ibn Ḥanbal 1420H, 7855)।

তিন. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ .قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

নবী ﷺ পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। তিনি রা. বলেন, নবী ﷺ অমুককে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং উমর রা. অমুককে বের করে দিয়েছেন (al-Bukhārī 1422H, 5886)।

চার. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

কোনো একদিন এক হিজড়াকে নবী ﷺ এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর এ অবস্থা কেনো? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আন-নাকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, নামায আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে (Abū Dāwūd ND, 4928)।

আলোচ্য হাদীসে নারীর বেশ ধারণকারী হিজড়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তা সচরাচর অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখিয়েছেন। আজকের দিনের ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বেশভূষা, চাল-চলন ও কার্যকলাপ দেখলে যে তিনি কতো কঠোর পদক্ষেপ নিতেন তা সহজেই অনুমেয়। সম্ভবত তিনি ﷺ নির্বাসনের মতো শাস্তি এজন্য দিয়েছেন যে, যাতে ওই ব্যক্তির পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যরা তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখার জন্যই এই নির্বাসন, যতক্ষণ না সে তার খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে এবং অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে সংশোধন করে।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, পুরুষ ও মহিলাদেরকে জন্য একে অপরের সাদৃশ্যগ্রহণ করা লা'নতযোগ্য অপরাধ। এখানে সাদৃশ্য বলতে বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা, আকার-আকৃতি ও চরিত্রের দিক থেকে সামঞ্জস্যকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসগুলো ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে ইসলামের ধারণাকে জোরালো করে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শুধু বিপরীত লিঙ্গের সাজসজ্জা বা বেশভূষা ধারণ করার ক্ষেত্রে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নতের মতো এতো কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধন করা যে কতো বড় অপরাধ তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং চিকিৎসাজনিত প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে আল্লাহর দেয়া শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি কিংবা পরিবর্তন সাধন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

ট্রান্সজেন্ডারের ফিক্‌হি দৃষ্টিকোণ

মানুষের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারিত হবে তার অভ্যন্তরীণ প্রজনন ও বাহ্যিক লিঙ্গ পরিচয়মূলক অঙ্গের মাধ্যমে। সুতরাং যার প্রজনন ও বাহ্যিক অঙ্গের মধ্যে মিল রয়েছে, সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুযায়ী পুরুষ বা নারী হবে। এর বাইরে আর কেনো 'কষ্টিপাথর' নেই, যার মাধ্যমে যাচাই করা যাবে যে, মানুষ পুরুষ নাকি নারী। এটিই বলে ইসলামী শরীয়াহ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান। আর এটি যৌক্তিকও বটে। আসলে আল্লাহ তাআলা পুরুষের দেহ শুক্রাণু তৈরির আর নারীর শরীর ডিম্বাণু তৈরির উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। আবার নারী ও পুরুষ উভয়ের শারীরিক গঠন কাঠামো, বাহ্যিক অঙ্গ ও বেশভূষা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। এর উপরই দাঁড়িয়ে আছে মানবজাতির পুরো প্রজননব্যবস্থা। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত এ ফর্মুলা ছাড়া পুরুষ ও নারী নির্ধারণের আর কোনো মানদণ্ড নেই। কারো প্রজনন ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব পুরুষের আর সে দাবি করবে সে নারী, অথবা বাহ্যিক ও প্রজনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব নারীর অথচ সে দাবি করবে সে একজন পুরুষ- এহেন দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও হাস্যকর। ইসলাম কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞান কোনোটিই এহেন অযৌক্তিক দাবিকে সমর্থন করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো মানুষের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ কেউ যদি আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় আন্তঃলিঙ্গ বা Intersex (হিজড়া) হয়, সেক্ষেত্রেও তাকে হয় নারী অথবা পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হবে। সাধারণত ৯৯.৯৮২% মানুষের ক্ষেত্রেই তার লিঙ্গ পরিচয় স্পষ্ট থাকে, বাকি ০০.০১৮% মানুষ যারা ত্রুটি যুক্ত যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম লাভ করে, তাদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। এটি খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন হিজড়া হতে পারে বা একটি শিশু অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে (Hossain 2023, 45)।

কারো মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে (যা অত্যন্ত দুর্লভ) সেক্ষেত্রে কোন দিক দিয়ে সে প্রস্রাব করছে তার ভিত্তিতে তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য করা হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে জন্মগতভাবে যাদের স্বভাবে (দেহে না) বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হলো সাধ্যমত এগুলো বদলানোর চেষ্টা করা। যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও যদি পরিবর্তন না আসে এবং সে যদি হারাম কোনো কাজ না করে থাকে, তাহলে সে

গুনাহগার হবে না। অন্যদিকে সে যদি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা না করে উল্টো নারীদের পোশাক পরতে শুরু করে, নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কাজেই ট্রান্সজেন্ডারবাদ সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক (Vaid 2017)।

তবে কোনো পুরুষের যদি মেয়েলি কিছু আলামত থাকে অথচ বাস্তবে সে একজন পুরুষ কিংবা কোনো নারীর যদি পুরুষালি কিছু আলামত থাকে অথচ বাস্তবে সে একজন নারী, সেক্ষেত্রে সার্জারী বা ঔষধ গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করা জায়েয। যেটিকে লিঙ্গ পরিবর্তন নয় বরং লিঙ্গ সংরক্ষণ করা বলা হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজনন ব্যবস্থা কি শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তা খুব সহজে জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। এমনকি প্রয়োজনবোধে নারী ও পুরুষের যৌনপ্রতিবন্ধকতা ও বিকলাঙ্গতা দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা আধুনিক আলিমগণ দিয়েছেন। অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ বলে না। তবে এ ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েয এবং এর উদ্দেশ্য হতে হবে দেহের প্রজনন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান এবং বিকলাঙ্গতা দূর করা। ট্রান্সজেন্ডারবাদের লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের 'লিঙ্গ পরিবর্তন' জাতীয় কোনো অস্ত্রোপচার ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয় (Ibid)।

একজন পুরুষের নারীতে কিংবা একজন নারীর পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি 'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী'-এর ইসলামিক ফিক্‌হ কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তাঁরা এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

أولا: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلي النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبرا عن قول الشيطان : (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (النساء:١١٩) .

ثانيا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل.

প্রথমত: একজন পুরুষ যার পুরুষত্বের অঙ্গগুলো পূর্ণাঙ্গ হয়েছে এবং একজন নারী যার নারীত্বের অঙ্গগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে, তাদের একটিকে অপরটিতে রূপান্তর করা বৈধ নয়। অধিকন্তু রূপান্তর করার চেষ্টা করাও জঘন্য অপরাধ। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্তের অন্যতম কারণ হলো এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে একটি পরিবর্তন, যা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হারাম করেছেন। তিনি তাকে (শয়তানকে) লা'নত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তাদেরকে (আপনার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে) আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করতে আদেশ দেব" (নিসা: ১১৭-১২০)।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের লক্ষণ রয়েছে, তার অবস্থার প্রাধান্য বিবেচনা করা উচিত। যদি তার মধ্যে পুরুষত্বের প্রাধান্য পায়, তাহলে তার পুরুষত্ব সম্পর্কে সন্দেহ দূরীভূত করা বৈধ। আর যদি নারীত্বের প্রাধান্য পাওয়া যায়, তাহলে তার এমন চিকিৎসা করা অনুমোদিত, যা তার নারীত্বের সন্দেহ দূর করে। চিকিৎসাটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে হোক বা হরমোন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হোক, যা-ই হোক না কেন। কারণ এটি একটি রোগ। আর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হচ্ছে তা নিরাময় করা, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নয় (al-Ṭayyār, al-Muṭlaq & al-Mūsā 2011, 11:100)।

তবে আমাদেরকে এও মনে রাখতে হবে যে, হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরাও মুকাল্লাফ বা আল্লাহর বিধান পরিপালনে আদিষ্ট। সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করতে হবে। এ জন্য পরকালে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। যার ভেতর নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল সে নারী হিসেবে এবং যার ভেতর পুরুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল, সে পুরুষ হিসেবে ইসলামের বিধান মান্য করবে। আর যার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যই প্রবল নয়, সে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নারী বা পুরুষ হিসেবে ইসলামের বিধান মান্য করবে।

মোটকথা, ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকে মানুষকে নারী-পুরুষরূপেই শনাক্ত করে আসছে। ত্রুটিযুক্ত যৌনাঙ্গবিশিষ্ট লোকদের লিঙ্গ শনাক্ত করে তাদেরকে মূলধারা তথা পুরুষ বা নারীর কাতারে শামিল করেছে। এ ছাড়া ইসলাম ভিন্ন কোনো লিঙ্গ দাঁড় করিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সম্প্রদায় হিসাবে কাউকে সাব্যস্ত করেনি, কাউকে ভিন্ন চোখেও দেখেনি।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারের কারণ ও এর অনুঘটকসমূহ

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতা ও এলজিবিটি মতাদর্শের বিস্তৃতি ঘটছে। 'বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে' (Newsbangla24.com, Mar. 10, 2022), 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা' (Ittefaq, Dec. 5, 2023)– প্রভৃতি শিরোনামে মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' নামক পরিচালিত একটি গ্রুপ বাংলাদেশী ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীদের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। তারা ২০০৯ সাল থেকে ঢাকায় এলজিবিটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে আসছে এবং দেশীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটির প্রযোজ্যতার অবসান চায়। এজন্য তারা ইন্টারনেটকে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি তারা তাদের দল ভারী করার জন্য গড়ে তুলেছে এসোসিয়েশন, ওয়েবসাইট ও ম্যাচমেকার প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ। এতে বোঝা যায়, আমাদের সমাজে ক্রমান্বয়ে

এ বিষয়টি বিস্তৃতি লাভ করছে এবং তা সহনীয় হতে যাচ্ছে। তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা নিয়ে কোনো গবেষণা নেই বললেই চলে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১৮-২৪ বছর বয়সী শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এলজিবিটি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে দেখা যায় (Hossain 2023, 59)।

এ প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, কতিপয় ব্যক্তি কেনো নিজেকে মানসিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করছে ? এর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো প্রধান বলে মনে হয় :

১. মানসিক অসুস্থতা

ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটিরা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হিসেবে নিজেদের মনে করলেও অথবা সমাজে উপস্থাপন করলেও তারা অনেক বেশি মানসিক সমস্যায় জর্জরিত। গবেষণায় দেখা যায়, সাধারণ মানুষের তুলনায় ১৪ গুণ বেশি সুইসাইডের চিন্তা এবং ২২ গুণ সুইসাইড করার প্রচেষ্টা তাদের মাঝে কাজ করে। মানসিক বিকারগ্রস্ত বলেই তাদের মনে হয় যে, তারা 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে'। এ ধরনের মানুষ একটা বয়সে গিয়ে বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে। তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে, তাদের শরীর যদি বিপরীত লিঙ্গের মতো হয়, তাহলে এ অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই মানসিক রোগকে আগে Gender Identity Disorder বলা হতো। বর্তমানে বলা হয় Gender Dysphoria। ডিপ্রেশন, হতাশা, শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া অথবা পারিবারিক কিংবা সামাজিকভাবে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ইত্যাদি এই মানসিক রোগের কারণ হতে পারে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অবশেষে তারা লিঙ্গ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এলজিবিটি কমিউনিটি তাদের এই মানসিক যাতনার জন্য দায়ী করে নিজেদের পরিবার এবং সমাজের অবজ্ঞা ও অবহেলাকে। কিন্তু চরম বাস্তবতা হচ্ছে– সমাজের হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত সুস্থ ও স্বাভাবিক রীতিনীতি, আইনকানুন আবেগবশত উপেক্ষা করলে মানসিক চাপ হওয়া অস্বাভাবিক নয় (Hossain 2023, 52)। গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে 'মিরপুরে ছাদ থেকে লাফিয়ে ট্রান্সজেন্ডার নারীর আত্মহত্যা' শীর্ষক খবরে বলা হয়েছে : "রাদিয়া তেহরিন উৎস (১৯) নামক একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী ও শিক্ষার্থী হতাশা থেকেই আত্মহত্যা করেছে" (Prothom Alo, Apr. 23, 2024)। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার হতাশা, ধর্ম থেকে ছিটকে পড়ার হতাশা, সমাজের বিবেকবান মানুষের লজিক্যাল সমালোচনা থেকে হতাশা ইত্যাদি নানা কারণে ট্রান্সজেন্ডাররা আত্মহত্যা করে থাকে।

সুতরাং বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এমতাবস্থায় তাদের জন্য আবশ্যক হলো মানসিক চিকিৎসকের শরাণাপন্ন হওয়া। তাদের দরকার সুস্থ চিন্তা ও সভ্যতার শিক্ষা, কিন্তু মনের ইচ্ছানুযায়ী শরীর বদল করা এর সমাধান নয়।

২. এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহিতকরণ

বিশ্বব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও। বাংলাদেশেও এলজিবিটি ও ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডার নেপথ্যে রয়েছে কয়েকটি নামকরা এনজিও।এদেশে সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওগুলো। তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে অ্যামেরিকান বিলিয়নার ও সমকামী জন স্ট্রাইকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation) নামক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশীদেরও আনাগোনা (Jugantor, Jun. 14, 2022)। ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা দেশীয় এনজিওগুলোর ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সাথে সম্পর্কের কথা ইদানিং খোলাখুলিই বলা হচ্ছে। এরকম কয়েকটি দেশীয় এনজিও হলো:

- **বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি**

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও সমকামীদের নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিও হলো বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বর্তমানে সংস্থাটি বাংলাদেশের ত্রিশটির বেশি জেলায় তাদের কার্যক্রম চালিয়েযাচ্ছে। ১৯৯৭ থেকে শুরু করে গত সাতাশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে ৫০ লাখেরও বেশি কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিনামূল্যে বিতরণ করেছে সমকামীদের মধ্যে (Bandhu N.D, 08)। প্রথমদিকে সমকামী পুরুষদের নিয়েকাজ করলেও গত দশ বছরের বেশি সময়ধরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়েও প্রচুর কাজকর্ম করে যাচ্ছে সংস্থাটি। নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলোতে খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেদের কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। শক্তিশালী মিডিয়া অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে তারা 'নাটক, কমিউনিটি রেডিও, শর্ট ফিল্ম, গণসাক্ষর অভিযান এবং অন্যান্য মিডিয়াতে জেন্ডার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে। এছাড়া একাধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেলে (আর টিভি, ডিবিসি ও বাংলা ভিশনে) ট্রান্স টক- নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করছে, যেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ। এমনকি পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ প্রচেষ্টা তাদের অন্যতম এজেন্ডা।

- **ব্র্যাক**

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার প্রশ্নকে অধিকারের আলাপ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে 'ব্র্যাক'। বিশেষ করে সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো। ব্র্যাকের উদ্যোগের পর ক্রমশ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। মিডিয়া, অ্যাকাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত

লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিজম সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ পায় ব্র্যাকের ওয়ার্কশপগুলোতে।

- **বয়েজ অব বাংলাদেশ** (BoB)

প্রথমদিকে এ সংগঠনের কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন 'ডিজে পার্টি'-র মধ্যে সীমিত থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ও সমকামীদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা, SAHRA (South Asian Human Rights Association for Marginalized Genders and Sexualities) নামে একটি আঞ্চলিক এলজিবিটি প্ল্যাটফর্মের সদস্যপদ লাভ (২০০৯), বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এলজিবিটির প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে অনুষ্ঠান করা, বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায়ের জন্য একটি কোয়ালিশন গঠন করা এবং বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের দাবি উত্থাপন করা, বাংলাদেশের সমকামীরা যেন সহজে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে তার জন্য সমকামীদের আন্তর্জাতিক ডেইটিং অ্যাপ (যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করার জন্য তৈরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন)-এর সাথে কোলাবরেশন, সমকামীদের 'আইনী ক্ষমতায়ন' নিয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর সাথে কাজ করা, বাংলাদেশে সমকামিতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে ৫ বছরের একটি স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, এলজিবিটি নিয়ে বেশ কিছু প্রদর্শনী ও 'ফেস্টিভাল' আয়োজন, দেশের সমকামীদের সামাজিকীকরণ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, সমকামিতার ওপর একটি ব্রোশিয়ার প্রকাশ (২০১৩), সমকামিতার পক্ষে 'যাদুর শহর' নামে মঞ্চ নাটকের আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয় এ সংগঠনটি। বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েজ অব বাংলাদেশের সদস্য। সুতরাং এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহিতকরণের ফলে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ যে দ্রুত প্রসার লাভ করছে, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৩. যৌন বিকৃতিতে আনন্দ লাভ

নিজেদেরকে নারী হিসাবে উপস্থাপন করা পুরুষদের বড় একটা অংশ আছে যারা এর মাধ্যমে যৌন আনন্দ পায়। নিজেদেরকে নারী হিসাবে চিন্তা করে, নারী হিসাবে দেখে, নারীদের পোশাক পরে, নারীর সাজে নিজেকে উপস্থাপন করে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা এক ধরনের কুরুচি বা যৌন বিকৃতি। এটাকে বলা হয় 'অটোগাইনেফিলিয়া' (Autogynephillia), যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'নিজেকে নারী হিসাবে কামনা করা' (Blanchard & Steiner 1990, 49–75)। অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে, কেউ নিজেকে উপস্থাপন করতে চায় খোলামেলা পোশাকে নারী হিসেবে, কারো ভালো লাগে নারীসুলভ আচরণ করতে, কারো ভালো লাগে নারী সদস্য হয়ে তাদের সাথে মিশতে। কেউ আবার চায় নারী হিসাবে যৌনকর্ম করতে। এ ধরনের মানুষ আবার সবাই সমকামী হয়না, বরং তাদের বড় একটা অংশ নারীদের প্রতি চরম আকর্ষণবোধ করে। তারা নিজেকে দেখতে চায় নিজের ভালোবাসার বস্তুর

সাজে। কারণ যাই হোক, বিষয়টি একটি যৌন বিকৃতি, বিকৃত চিন্তা-চেতনা আর অবাধ যৌনাচারের ফল।

৪. সামাজিক প্রভাব

ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবিদারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ার পিছনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছে সামাজিক প্রভাব। পশ্চিমা সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, হলুদ মিডিয়া ও তার পারিপার্শ্বিকতায় একটা শিশুকে শৈশবেই পরিচয় করানো হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সাথে। মিডিয়াগুলো ফলাও করে প্রচার করছে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া খারাপ কিছু না, বরং তারা বিশেষ ধরনের মানুষ। সমাজে তাদের আলাদা দাম আছে। তাদের কৃতিত্ব তুলে ধরা হচ্ছে বড় করে। রীতি মতো মগজধোলাই করা হচ্ছে তাদের। সব মিলিয়ে সামাজিক নানা কুপ্রভাবে কিছু বিকৃতিমনা মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে দেয় এক বিভ্রান্তির স্রোতে, নিজেকে দাবি করে বসে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে।

৫. মিডিয়া ও অ্যাক্টিভিস্টদের প্রচারণা

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া ও অ্যাক্টিভিস্টরা। ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ইতিবাচকভাবে নানা ধরনের প্রতিবেদন নিয়মিত আসছে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে। বিশেষ করে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও সমকাল পত্রিকা, ৭১ টিভি, সময় টিভি, বৈশাখী টেলিভিশন এবং গুগল ও ইউটিউবে ট্রান্সজেন্ডারসম্পর্কিত প্রচুর নিউজ ও কন্টেন্ট রয়েছে। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের টক শো-তে পর্যন্ত অতিথি হিসেবে আনা হচ্ছে নারী সাজা পুরুষদের। সুস্থ দেহের মানুষ অপারেশন করে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করছে এমন ঘটনাকে দেখানো হচ্ছে নির্দোষ ও ইতিবাচকভাবে। নারী সাজা পুরুষদের মডেল বানিয়ে আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতেও (Prothom Alo, Dec. 12, 2023)। প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল করছেন সঞ্জীবনী সুধা, এমবিএ করছেন অঙ্কিতা ইসলাম (Prothom Alo, Jun. 16, 2023); ইয়াছিন আহমেদ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ (Prothom Alo, Nov. 16, 2023); নাটকে ট্রান্সজেন্ডার নারী নুসরাত মৌ (Ajker Jayjay Din, Oct. 02, 2021); প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডাররা (Prothom Alo, Mar. 31, 2023) ইত্যাদি শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারদের 'হিরো' সাজিয়েছে আমাদের মিডিয়া। দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, দেশব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করছে ৩০টি কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন (Samakal, Feb. 13, 2023)।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়। ব্র্যাক যেমন এলজিবিটির ব্যাপারে ইতিবাচক খবর

প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল ঠিক তেমনি বন্ধু এনজিও-ও ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরে যৌন সংখ্যালঘু তথা এলজিবিটি নিয়ে পত্র-পত্রিকাতে লেখালেখি করায় ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচ ডগ-এ' পরিণত হয়েছে (Bandhu N.D, 9)।

উল্লেখ্য যে, ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের শিক্ষা, এমনকি মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণারসহ প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনেই আছে এলজিবিটি সংগঠন, এনজিও এবং তাদের পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকগণ।্যাক্টিভিস্টঃ

৬. পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রসারের অন্যতম কারণ হলো পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। যারাই এদেশে এলজিবিটি ও সমকামিতার ফেরিওয়ালা তাদের প্রোফাইল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, তারা পশ্চিমা বিশ্ব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী এবং পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এদেশে এলজিবিটির প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতিগতভাবে বাংলাদেশের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেই নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পদদলিত করে কিংবা উপেক্ষা করে কোনো বিজাতীয় সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারে না। বিশেষ করে কোনো মুসলামান এমনটি ভাবতেও পারে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর্ম কর (al-Bukhārī 1422H, 5892)।

তিনি ﷺ আরো বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখল, সে ওই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে গণ্য (Ibn Ḥanbal 1420H, 5114)।

সুতরাং বিজাতীয় সংস্কৃতির বিপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এমন কঠোর হুশিয়ারীর পরও যারা তা অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন অতি লাঞ্ছনাময়।

৭. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অভাব

যারা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে আল্লাহর দেয়া লিঙ্গকে পরিবর্তন করে থাকে তাদের কারোরই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নেই। তারা এর মাধ্যমে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করছে এবং তা যে আল্লাহদ্রোহীতার শামিল এ বোধটুকুও তাদের নেই। অথচ একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে যাবতীয় অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মানসিক বিকারগ্রস্ততা থেকে বিরত রাখতে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করে ব্যক্তি চরিত্রের উন্নতির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারের মতো আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

৮. পারিবারিক বৈষম্য

আমাদের সমাজে অনেক পিতা-মাতা এমন রয়েছেন যারা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশু-কিশোর কিংবা শৈশব থেকেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট সন্তান অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে পতিত সন্তানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ এমন সন্তানদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেন বা ত্যাজ্য ঘোষণা করে থাকেন। অথচ পরিবারের উচিত ছিল এমন সন্তানকে দোষী সাব্যস্ত না করে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া। পারিবারিক অবহেলা, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে একপর্যায়ে তারা এলজিবিটি কমিউনিটিতে যোগ দিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ফলে আমাদের সমাজে ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মানুষকে তার কৃতকর্ম দিয়ে বিচার করা। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ মনের ইচ্ছা ও বাসনাকে বাস্তবায়ন না করবে, ততক্ষণ তাকে পুরস্কার প্রদান বা তিরস্কার করা যায় না। সে হিসাবে আমাদের পরিবারের কারো মধ্যে যদি শৈশব থেকেই নিজের ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে দেখা যায় অথবা কেউ যদি তার আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে ভুগে বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে আমাদের যে কাজগুলো করা উচিত তা হলো:

- শুরুতেই তাকে সর্বোত্মকভাবে দোষী সাব্যস্ত না করা।
- তার সাহায্যে এগিয়ে আসা ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- তাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে প্রয়োজনবোধে তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গিয়ে মানসিক চিকিৎসা করানো।
- তাকে আক্রমণ না করে, কটু কথা না বলে, একঘরে করে না রেখে বরং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
- প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়তের আলোকে যথাযথ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সেই সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতা কিংবা পরমত সহিষ্ণুতার নামে তার এ বিকৃতিকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে না নেয়া।

কেননা মানসিক অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব না। অস্বাভাবিক বিষয়কে স্বাভাবিক বলা হলে, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলা হলে তা পুরো সমাজকে অসুস্থ করে তুলবে। আর ট্রান্সজেন্ডারবাদ ঠিক তাই করছে। তাই নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে এই অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করা এবং এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

এ পৃথিবী সৃষ্টির মূলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এটা সৃষ্টির অমোঘ বিধান। কিন্তু এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হলো ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ, যার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া মুসলিমদের জন্য ঈমানী দায়িত্ব। এটা একটি আদর্শিক লড়াই। এই আদর্শগত ইস্যুকে মোকাবিলা করার জন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী :

- ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা

আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করা অত্যন্ত পাপ যা আজ পশ্চিমা বিশ্বের কিছু দেশ ও এনজিও মুসলিম দেশগুলোতে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর এবং তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দিবানিশি কাজ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব হলো, সভ্যতা বিধ্বংসী এই ফিতনার লাগাম টেনে ধরা এবং এর প্রসার রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া।

- ট্রান্সজেন্ডারকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা

সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যাভিচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও অবৈধ যৌনচার প্রবণতা হ্রাস করতে, পরিবার প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে, সর্বোপরি সামাজিক ভারসাম্যতা রক্ষা করতে ট্রান্সজেন্ডারকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

- জনসচেতনতা তৈরী করা

সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট বিতরণ ও লিখনির মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি পিতা-মাতা, ভাইবোন ও পরিবারের সকলকে টিনএজার ছেলে-মেয়েদের প্রতি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে তাদেরকে এই বিজাতীয় মানসিক রোগ আক্রমণ করতে না পারে।

- ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা

সন্তানকে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ থেকে রক্ষা করতে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ জন্য পরিবারের লাইফস্টাইল পাল্টাতে হবে, পিতামাতাকে সন্তানের রোল মডেল হতে হবে। সন্তানরা কার সাথে মেলামেশা করছে– তা নিয়ে পিতামাতাকে কঠোর এবং সতর্ক মনিটরিং করা জরুরি।

- ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমাজে সহনশীল ও স্বাভাবিক করে- এমন কোনো আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সরব থাকা

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষার নামে কোনো আইন পাশ করা সরকারের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। কারণ তা সমাজ, ধর্ম ও জনআকাঙ্ক্ষা পরিপন্থী।

- নিজস্ব ঐতিহ্যকে ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপন করা

আমাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, পরিবার-সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এই সমস্যাটিকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং রূপান্তরকামী নারী-পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকদের বয়কট করতে হবে।

উপসংহার

ট্রান্সজেন্ডারবাদ মানবতা ও বাস্তবতাবর্জিত প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও খোদাদ্রোহী মতবাদ। মহান আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় বা সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করায় এতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হয় । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাইক্লোনের চেয়ে প্রবল বেগে ট্রান্সজেন্ডার নামক এ ফিৎনা ধেয়ে আসছে মুসলিম জাহানের দিক-দিগন্তে, যা অভিশপ্ত সভ্যতা বিস্তারের ইংগিতবাহী। ট্রান্স মতবাদকে প্রশ্রয় দেয়া মানে পুরো সমাজকে ধ্বংস করার মিশনে শামিল হওয়া। কোনো ব্যক্তি, দল, সংগঠন বা গোষ্ঠী যে কেউই যদি এই মতবাদের পক্ষাবলম্বন করে, এই মতবাদকে সমর্থন করে, আইন করে এর বৈধতা দেয়, তাহলে তারা প্রত্যেকেই কুরআন-সুন্নাহকে বর্জন এবং শরীয়তের বিধানকে অবজ্ঞা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, পরিবার-সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এই সমস্যাটিকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যা সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশ, সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষার জন্য এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। একে অপরকে সহায়তার মাধ্যমে সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারকে এখনই না বলা এবং এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মুসলিমদের নৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক দায়িত্ব। পাশাপাশি মানবাধিকারের নামে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন'-এ জাতীয় কোনো আইন যেনো এদেশে পাস না হয় সে ব্যাপারে আমাদেরকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। রাষ্ট্রেরও উচিত এ ধরনের মতবাদ যারা লালন করে এবং এ মতবাদ বিস্তারে যারা সক্রিয় ভূমিকায় আছে তাদের চিহ্নিত করা, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn al-'Ash'ath al-Sijistānī. ND. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by : Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut : Dār al-Fikr

Adnan, Asif, 2024, *Obokkhoykal*, Dhaka: Batayon prokashoni.

Afif, Muh. Bahrul. 2019. "Islam and Transgender (a Study of Hadith About Transgender)." *International Journal of Nusantara Islam* 7 (2): 185–89. DOI: 10.15575/ijni.v7i2.6138.

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm, 1422H. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Edited by: Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir. Bairūt: Dār Ṭawq al Najāh

'Alī, Hāniyā Muḥammad. 2016. *Taḥwīl al-Zins fī al-Niẓām al-Qānūn al-Lubnānī.* Lebanon: al-Jāmi'ah al-Lubnāniyyah . Accessed on 11. Oct. 2024. : www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=45

Alipour, M. 2017. "Transgender Identity, the Sex-Reassignment Surgery Fatwās and Islāmic Theology of a Third Gender." *Religion and Gender* 7 (2): 164–79. DOI: 10.18352/rg.10170.

al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn 'Alī al-Rāzī. 1405H. *Aḥkām al-Qur'ān.* Edited by: Muḥammad al-Ṣādiq Qumḥāwī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad Ibn 'Umar al-Tamīmī. 2000. *Mafātīḥ al-Ghayb.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Ṭayyār, 'Abd Allāh Ibn Muḥmmad, 'Abd Allāh Ibn Muḥmmad al-Muṭlaq & Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Mūsā 2011. *al-Fiqh al-Muyassar*. Riyad: Madār al-Waṭan li al-Nashr

Bandhu, *"A tale of two decades 20-year achievements leading to impacts 1996-2016",* Bandhu Social Welfare Society.

Beauvoir, Simone De, *The Second Sex,*

Beemyn, Genny, and Susan Rankin.2011. *The Lives of Transgender People*. New York: Columbia University Press.

Blanchard, Ray, and Betty W. Steiner. 1990. *Clinical Management of Gender Identity Disorders in Children and Adults*. American Psychiatric Publishing

De Beauvoir, Simone. 1956. *The Second Sex*. (Translated by.: H.M. Pershley). London: Jonathon Cape

Hossain, Muhammad Sorowar. 2023. *Sontan protipaloney a juger challenge*. Dhaka: Siyan Publications.

Ibn Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh Aḥmad. 1420H. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by : Shu'aib al-Arnaūṭ and Others. Bairūt : Muwassasah al-Rislālah

Ibn Hasmādī, Farḥān & Muṣṭafā Ibn Muḥammad Jabri Shams al-Dīn. 2018. "Ḥukm Taḥwīl al-Jins : Dirāsah Taqwīmiyyah fī Ḍaw'i Maqāṣid al-Sharī'ah". *al-Majallah al-'Ālamiyyah li al-Dirāsah al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah* 2 (2) : 50-58

J, Money. 1955. "Hermaphroditism, Gender and Precocity in Hyperadrenocorticism: Psychologic Findings." *PubMed* 96 (6): 253–64. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14378807.

Jebin, Lubna. 2018. "Status of Transgender People in Bangladesh: A Socio-economic-Analysis." *South Asian Journal of Policy and Governance* 42 (1): 49–63. http://sjpgjournal.org/index.php/sjpg/article/view/22.

Mawa, Jannatul. 2022. "Understanding Transgender People (Hijra) Identification And Empowerment Status In Bangladesh." *International Journal of Advanced Research* 10 (12): 1236–45. DOI: 10.21474/ijar01/15962

Ṣāliḥ, Fawwāz. 2003. *Jarāḥah al-Khunūthah wa Taghyīr al-Jins fī al-Qānūn al-Sūrī* . Damascus : Muzallah Jāmi'ah

Sarcheshmehpour, Zahra, Raihanah Abdullah, and Muhammad Bashir Alkali. 2018. "Gender Change Of Transsexuals In Shariah: An Analysis." *Journal Of Shariah Law Research* 3 (1): 139–56. DOI: 10.22452/jslr.vol3no1.7

Stryker, Susan, & Stephen Whittle. 2013. *The Transgender Studies Reader*. *Routledge eBooks*. DOI. 10.4324/9780203955055

"Transgender" ND.. In https://www.merriam-webster.com/. Accessed October 08, 2024. https://www.merriam-webster.com/dictionary/transgender

Vaid, Mobeen. 2017. "And The Male Is Not Like the Female: Sunni Islam and Gender Nonconformity." *MuslimMatters.Org*. July 24, 2017. https://muslimmatters.org/2017/07/24/and-the-male-is-not-like-the-female-sunni-islam-and-gender-nonconformity/

Witten, Tarynn M., Esben Esther Pirelli Benestad, Ilana Berger, Richard Ekins, Randi Ettner, Katsuki Harima, Dave King, et al. 2003. "Transgender and Transsexuality." In *Springer eBooks*, 216–29. DOI:10.1007/0-387-29907-6_22

Ajker Jayjay Din, Oct. 02, 2021.

The Bussiness Standard, Mar. 01, 2022.

Newsbangla24.com, 2022, Mar. 10. https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people

The Daily Jugantor, Jun. 14, 2022.

The Daily Samakal, Feb. 13, 2023

Daily Prothom Alo, Feb. 09, 2024; Apr. 23, 2024; Mar. 31, 2023; Jun. 16, 2023; Sep. 19, 2023; Oct. 07, 2023; Nov. 16, 2023; Dec. 12, 2023.

The Daily Ittefaq, Dec. 5, 2023.